কাব্যকুসুমাঞ্জলি

"প্রিয়প্রসঙ্গ"-রচয়িত্রী-

শ্রীমানকুমারী-প্রণীত

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

(পঞ্চম সংস্করণ।)

কলিকাতা।

৭৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে
কে, পি, চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৫ সাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বীরকুমার-বধ-কাব্য—কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী-প্রণীত এই অপূর্ব্ব কাব্য বাঙ্গালিমাত্রেরই পাঠ করা উচিত। মেঘনাদবধকাব্যের পর বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে এরূপ কাব্য আর হয় নাই। সুন্দর ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ডাকমাশুল ৵০ আনা।

কনকাঞ্জলি—কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী-প্রণীত। 'হেয়ার-প্রাইজ্ এসে ফণ্ড' হইতে পুরস্কার-প্রাপ্ত। এই কনকাঞ্জলি ও **কাব্যকুসুমাঞ্জলি** (৫ম সংস্করণ)—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, প্রত্যেকের মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ৴১০।

প্রিয়প্রসঙ্গ—গ্রন্থকর্ত্রীর ১ম গ্রন্থ। ইহা পতিশোকার্ত্তা গ্রন্থকর্ত্রীর মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস। ইহার সমালোচনায় মানব-শক্তি অক্ষম। অনেকের আগ্রহে আমি সুন্দর আকারে পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছি।—মূল্য ৷৷৵০, ডাঃ মাঃ ৴০। এই সকল গ্রন্থ ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

প্রকাশকের নিবেদন।

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ" ॥—(গীতা)

মানুষ তিন প্রকারের। কাহারও সত্বগুণ, কাহারও রজোগুণ, কাহারও তমোগুণ প্রবল। সত্বপ্রধান ব্যক্তিরা ঊর্দ্ধলোকে, রজঃপ্রধান ব্যক্তিরা মধ্যলোকে, এবং তমঃপ্রধান ব্যক্তিরা অধোলোকে গমন করে।

যাঁহারা সত্বপ্রধান ধাতুর লোক, এবং নিয়ত সত্বগুণেই অবস্থান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা ভক্তি, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের উদ্রেকে 'দশা প্রাপ্ত' হন—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। তখন, তাঁহাদের হৃদয়শায়ী 'অন্তঃপুরুষ' (১) যেন হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠেন, এবং তাঁহাদিগকে যা বলান, যা করান, তাঁহারা ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাই বলেন ও তাই করেন। ভূতভাবন ভগবান্, ভূত-কল্যাণের জন্য,

(১) 'অন্তঃপুরুষ' বা 'অন্তরাত্মা'—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; যিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"।—(কঠোপনিষৎ)

"There is a spirit in man; and the inspiration of the Almighty giveth him understanding." Job. XXXII. 8.

ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া এইরূপে নিজ বক্তব্য ও কর্ত্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ সেই ব্যক্তি-বিশেষকে আমরা 'নরদেবতা' বলিয়া পূজা করি। এই গ্রন্থকর্ত্রীকে 'নরদেবতা' বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইহাঁর প্রবন্ধসকল যতই পাঠ করিতেছি, আমার বিশ্বাস ও ভক্তি ততই ঘনীভূত হইতেছে।

ইহাঁর 'শিবপূজা', 'ভাঙিও না ভুল' প্রভৃতি পদ্যগুলি দৈববাণীর ন্যায় মানবমাত্রেরই সেবনীয়। এই সকল পদ্য ধর্ম্মজগতের চূড়ান্ত কাব্য, বঙ্গসাহিত্যের 'গীতা'।

এই গ্রন্থ যথেচ্ছ সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার ভার আমার উপর ছিল। কিন্তু, মুদ্রাঙ্কনের ভুল ছাড়া আর কিছুই সংশোধন করি নাই।—"তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ"—গঙ্গার জল আর আগুন স্বভাবতই শুদ্ধ, তাহা আবার অন্যে শুদ্ধ করিবে কি ?

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথমাবস্থার কবিতা এবং পর পর অবস্থার কবিতা আছে। সাধারণ স্থলে, বয়োভেদে, শক্তির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহাঁর রচনায় তাহা দেখিলাম না। এজন্য, রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে প্রবন্ধবিভাগ করিতে চেষ্টা করি নাই। যে সকল বস্তু দৈবশক্তি-প্রভাবে একই সত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উত্থিত, তার আবার পূর্ব্বাপর কি ? যখন যেটী ইচ্ছা উপভোগ কর না কেন, সকলি মধু। 'প্রতি-

তার আবার বাল্য যৌবন কি?—"তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে"। এই কুসুমাঞ্জলির যে কুসুমটীর আঘ্রাণ লইবে, দেখিবে, স্বর্গীয় পরিমলে প্লাবিত!

যেমন পদ্যরচনায়, তেমনি গদ্যরচনায়, এই মহিলা সমান শক্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করিলে যেমন মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়, ইহাঁর লিখিত প্রিয়প্রসঙ্গ, গান্ধারী, সাবিত্রী, শৈব্যা, পার্ব্বতী, সুমিত্রা, প্রভৃতি গদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করিলেও তেমনি মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাঁর লেখায় একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাহা পাঠমাত্রেই হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ের কোনও অংশই অপূর্ণ থাকে না। শুষ্ক তৃণমধ্যে অগ্নি যেমন তাড়িতবেগে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি ভাব ও ভাষায় যে গুণ থাকিলে, তাহা তাড়িতবেগে সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে 'প্রসাদ-গুণ' (১) বলে। দিব্য প্রসাদ-গুণ ইহাঁর ভাব ও ভাষার বিশেষ গুণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনি কোনও শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পান নাই। সদা সহস্র গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়া, এবং কোনও শিক্ষকের সাহায্য না পাইয়া, কেবল ঈশ্বরনিষ্ঠা ও আত্মাবলম্বনের গুণেই এরূপ

(১) "চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ" ॥—(সাহিত্যদর্পণ)।

উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ধন্য ঈশ্বরনিষ্ঠা! ধন্য আত্মবালম্বন! তোমারাই মানবের প্রকৃত শিক্ষক।

কলিকাতা।
১৩০০ সাল।
৭৭, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।

প্রকাশক
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। পুস্তকের শেষে যে গদ্যপ্রবন্ধটী ছিল, তৎপরিবর্ত্তে গ্রন্থকর্ত্রীর আর দুইটী নূতন পদ্য প্রদত্ত হইল। সর্ব্বজনসমাদৃত উপজীব্য মহাত্মারা এই পুস্তকের প্রতি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী মাত্র পুস্তকের শেষে উদ্ধৃত হইল।

কলিকাতা ৭৭, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
১৪ই চৈত্র। ১৩০৩।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি।

ঈশ্বর।

জগদীশ !

এ ভব-ভবন-মাঝে
যে দিকে যখন চাই,
তোমার করুণারাশি
কেবলি দেখিতে পাই।

২

তোমার আদেশে রবি
উজল-কিরণময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ভরিয়ে রয়।

৩

চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা তা'য়
উছলি উছলি হাসে।

৪

আঁধার গগনে যবে
কোটি তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।

৫

বিহগে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি,
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি।

৬

ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষা-ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তা'রা।

৭

নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না সুধিতে বলে সদা
তোমারি স্নেহের কথা।

৮

কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই,

যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই।

৯

ভাঙ্গিলে ভবের খেলা
কোল পেতে দিবে স্থান,
দেখেও দেখিনে, তবু
নাহি ভাব "কুসন্তান"।

১০

নাহি চাও প্রতিদান
নাহি রাখ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভাল
ধন্য বটে ভালবাসা !

১১

কি আর চাহিব নাথ !
তোমার চরণতলে,
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে ?

১২

এইমাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার, তাই
সদা যেন মনে রাখি।

১৩

যত টুকু, যত বিন্দু,
যা হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমারি কাজ
যেন এ জীবন যায়।

১৪

করম, করম-ফল
সকলি তোমার হরি!
ভকতি প্রণতি নাথ!
ধর, এ মিনতি করি।

শিবপূজা।

১

নমো দেব মহাদেব, নমো রাঙ্গা পায়,
পোড়া হাড় ভস্ম ছাই,
ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়;
ভকত-বৎসল হর,
ভকতে দিবেন বর,
মরতে "শিবত্ব" মিলে শিব-সাধনায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?

২

খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় দেখেছি সকল,
দেখেছি সে শচীপতি,
কনক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দন বনে অমরের দল;
দেখেছি বৈকুণ্ঠধামে,
নারায়ণ লক্ষ্মী বামে,
দেখেছি কমলাসনে উজল অনল,
গণিয়া একটি দুটি,
দেখেছি তেত্রিশ কোটি,
দেখেছি গন্ধর্ব্ব নাগ—স্বর্গ রসাতল;
এমন আপনা-ভোলা,
এমন পরাণ-খোলা,
এমন রজতগিরি—শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল।

৩

দেখিনি কে সুধা বলি কালকূট খায়,
দেখিনি কে কৃত্তিবাস,
শ্মশানে সুখের বাস,
ভূত পিশাচেরে পালে প্রীতি মমতায়;
দেখিনি মড়ার হাড়,
কে করে গলার হার,
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায়,

কার বুকে এত স্নেহ,
প্রণয়িনী-শব-দেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহাতপস্যায় ?
অমৃতান্ন-পরিপূর্ণা,
কার ঘরে অন্নপূর্ণা,
সতীর গরব তরে কেবা পড়ে পায় ?
কার প্রেম হেন সাধ,
কে দেয় জায়ারে আধা,
"অর্দ্ধনারীশ্বর" কোথা মিলে দেবতায় ?
কুবের ভাণ্ডারী তবু,
সুখ সাধ নাই কভু,
বিশ্বপ্রেমে দিশাহারা "পাগল" ধরায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায় ?

নমো দেব মহাদেব, নমো ত্রিলোচন,
ভালে শোভে শশিকলা,
গলায় হাড়ের মালা,
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বিভূতি ভূষণ ;
জ্ঞানময় সদাশয়,
আত্মজয়ী মৃত্যুঞ্জয়,
পুড়ে মরে রিপুকুল খুলিলে নয়ন,

নিষ্কাম নির্ব্বাণদাতা,
বিশ্ববন্ধু বিশ্বপাতা,
অগতির গতি নাথ অনাথশরণ,
কাহারে পূজিব আর—বিনা ও চরণ ?

৫

সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালবাসি,
অনাসক্ত অনুরাগী,
সংসারী সংসারত্যাগী,
শ্মশানে সুখের বাস নিত্য স্বর্গবাসী ;
অনাথ অধমপাতা,
সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিদাতা,
রাজরাজেশ্বর তবু ভিখারী উদাসী !
জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম ভক্তি,
মিশামিশি শিব-শক্তি,
উন্নতি মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি !
সহস্র প্রণাম পা'য়,
স্মরণে নীচত্ব যায়,
মৃত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি !
যদিও বুঝিনা মর্ম্ম,
জানিনা ভকতি কর্ম্ম,
তবুও পূজিব প্রভো ! সাজিয়া সন্ন্যাসী,
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি।

ভাঙিওনা ভুল।

১

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
যে কদিন বেঁচে র'ব,
তোমারে "আমারি" ক'ব,
অন্তিমে খুঁজিয়া ল'ব, ও চরণমূল.
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

২

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা,
তুমি মোর রচয়িতা,
কি কাজ খুঁজিয়া মম সৃষ্টিতত্ত্ব-মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল।

৩

প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল,
আমি দাসী তুমি প্রভু,
আমি হীন তুমি বিভু,
আমারি দেবতা তুমি অমৃত অতুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিওনা ভুল

৪

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
স্নেহময়ী বসুন্ধরা,
তোমারি সৌন্দর্য্যভরা,
তোমারি প্রেমের সিন্ধু অনন্ত অকূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

৫

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
তোমারি স্নেহের শ্বাসে,
চাঁদ হাসে রবি হাসে,
তোমারি সোহাগ-মাখা কুসুম-মুকুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

৬

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
পিতা মাতা ভাই বোন,
দম্পতীর সম্মিলন,
সকলি তোমার দান অমূল অমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

৭

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
তোমারি ব্রহ্মাণ্ডভূমি,
অনাদি অনন্ত তুমি,

তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
তব এ নিখিল বিশ্ব,
তুমি গুরু আমি শিষ্য,
আমারে শিখায়ে দিও কর্ত্তব্যের মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
তোমারি আশীষ বরে,
খাটি যেন তোমা-তরে,
কি দুখ? হিংসুক যদি ভাবে চক্ষুশূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

১০

প্রভো ভাঙিওনা ভুল,
ভয় কি সে শোক-রোগে,
ভয় কি অশান্তি-ভোগে,
আমার "আমিত্ব" যাহে তুমি তারি মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

১১

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
বুঝিনে বেদান্ত, তন্ত্র,
জানিনে তপস্যা, মন্ত্র,
আমি তব, তুমি মম—এই জানি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

১২

প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
আমি কে? তা বুঝি এই,
তুমি ছাড়া আমি নেই,
আমি তব অণুকণা তব পদধূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

১৩

ভাঙিওনা ভুল প্রভো! ভাঙিওনা ভুল,
এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গভূমি,
এক অভিনেতা তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল;
ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্,
এ প্রাণ তোমাতে থাক্,
ও চরণ বুকে থাক্ হয়ে বদ্ধমূল,

জীবলীলা-অবসানে,
ওই প্রেমসিন্ধু-পানে,
ছুটিবে জীবন-গঙ্গা করি কুল কুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিওনা ভুল।

মা।

১

তুমি মা! জগতধাত্রী,
সংসার-পালনকর্ত্রী,
স্নেহময়ী-বেশে;
পুণ্য অমৃতের ভূমি,
স্বরগের দেবী তুমি,
মানবের দেশে।

২

কেউ কোথা নাহি যার,
তুমিই সকলি তার,
জুড়াও পরাণ;
তাই মা! তোমার নাম
আনন্দ-শান্তির ধাম,
বুকে ওঠে তান।

৩

যে অভাগা শত হেয়,
সংসারের অবজ্ঞেয়,
সদা লভে গালি ;
তারো লাগি যুড়ি কর,
বিধি-পা'য় মাগ বর,
স্নেহ-অশ্রু ঢালি।

৪

কৃতঘ্ন, রাক্ষস, ভূত,
পিশাচ, যমের দূত,
তারে লও বুকে ;
তারেও "গোপাল" জানি,
স্নেহমাখা কোলে টানি,
চুমো দাও মুখে।

৫

প্রীতির অমিয়া মূর্ত্তি,
ভকতির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি,
অমৃতের খনি ;
"মা" বলে ডাকিলে মন,
সুধারসে নিমগন,
শত ভাগ্য গণি।

৬

আমি যে অভাগা দীন,
অবোধ শকতিহীন,
　কি জানি মহিমা ;
দর্শন বিজ্ঞান তোমা,
বেদ সংহিতাদি ও মা !
　দিতে নারে সীমা।

৭

চাঁদ ধ'রে, তারা ছিঁড়ে,
বুক কেটে, প্রাণ চিরে
　আমারে হাসাও ;
কেমন স্বরগ-ধাম,
"দেবতা" কাহার নাম,
　তুমিই শিখাও।

৮

পর লাগি আত্মহারা,
দেখিনি এমন ধারা,
　নিশ্বাসে নিশ্বাসে ;
আমার সুখের তরে,
কার প্রাণ হেন করে,
　কা'র এত আসে ?

৯

তোমারি শোণিত দিয়া
গঠিত আমার হিয়া,
তব দত্ত প্রাণ ;
আমি মা ! তোমারি দাস,
তুমিই আমার আশ,
তোমারি সন্তান।

১০.

মরুদেশে চারু ছায়া,
মরতে স্বরগ-মায়া,
সুখ-শান্তি-আশা ;
মানব-করুণা-হেতু,
বিধির পুণ্যের সেতু,
জানিনে তো ভাষা !

১১

হেরিলে তোমারি মুখ,
পুলকে উথলে বুক,
(তাই থাকি) রাত দিন চেয়ে
সুধিতে মুখের পরে,
আমার যে লজ্জা করে,
তুমি কি মা ! দেবতার মেয়ে

১২

এই কর আশীর্ব্বাদ,
সন্তানের এই সাধ,
যে ক'দিন থাকি ;
বসি তব পদতলে,
ভাসি সুখ-অশ্রুজলে,
"মা" বলিয়া ডাকি।

১৩

কেমন স্বরগ-ধাম,
"দেবতা" কাহার নাম,
বুঝিব মরতে ;
তোমারি তো হাতে গড়া,
তোমারি চরণে পড়া,
আমি কে জগতে ?

মায়ের কুটীর।

১

আয় তোরা যাদুধন!
দেখিনি রে কতক্ষণ,
ভিজায়ে রেখেছি খুদ, ঘরে গুড় আছে ;
বেশী না তো এক মুঠো,
ধর এই দুটো দুটো,
খাও দেখি সবে মিলি বসি মোর কাছে।

২

ধূলা-মাখা সোণা গা'য়,
মুছায়ে দি কোলে আয়,
মরি মরি! কচি মুখ গেছে শুকাইয়া ;
আমার কপাল পোড়া,
কত দুখ পেলি তোরা,
দুখিনী মায়ের পেটে জনম লইয়া।

৩

তিনটী এ শিশু ছেলে,
পতি গিয়াছেন ফেলে,
বাছাদের ভাবনায় পরাণ শুকায়,
অবোধ বোঝেনা কথা,
অভাগী কি পাবে কোথা,
সকালে ভাঙিলে ঘুম আগে খেতে চায়।

৪

এমনি বিধির বাদ,
এ সব সোণার চাঁদ,
দুবেলা না পায় দুটো উদর ভরিয়া ;
এ বুকে যে কত আছে,
কব তা কাহার কাছে,
আঁধারে কামনা কত গেল মিলাইয়া!

৫

থাকি এই কুঁড়ে ঘরে,
তথাপি বাসনা করে,
ভাল মন্দ দেই কিছু বাছাদের মুখে;
ঘুঁটে ভাঙি, কাটি ঘাস,
তবুও পরাণে আশ,
হেসে খেলে খেয়ে মেখে ওরা থাকে সুখে।

৬

হায়!
হেন জন নাই ভবে,
মিঠে দুটো কথা ক'বে,
কেন আমাদের হেন নিঠুর সংসার?
পাড়া-প্রতিবাসী হায়!
দেখিলে সরিয়া যায়,
আমি তো করি নি কভু কোন ক্ষতি কার?

৭

ধনীর দুয়ারে গেলে,
খেপায় তাদের ছেলে,
ছেঁড়া বাস দেখি দেহে রুখু রুখু চুল,
ক্ষীর সর যাহা পায়,
দেখায়ে দেখায়ে খায়,
আমার বাছারা যবে ক্ষুধায় আকুল!




হেরি সে ক্ষুধিত মুখ,
শত বাজে ভাঙ্গে বুক,
জগতে কি ছেলে বুড়ো মায়াহীন হায় !
কা'র হায় ! পৌষ মাস,
কা'র হায় ! সর্ব্বনাশ,
তাহারা আমোদ তরে ওদের কাঁদায় !

৯

আমার তো কত সয়,
এ পরাণ লোহাময়,
পারিনে ওদের ব্যথা দেখিবারে আর ;
কেন তুমি নারায়ণ !
দিলে মোরে হেন ধন,
এ রাক্ষস-পুরে কেন বাছারা আমার ?

১০

শত উপবাস করি,
কিম্বা অনাহারে মরি,
সংসার করে না কভু মুখের জিজ্ঞাসা ;
তবু এই তুচ্ছ প্রাণ,
কতই মায়ার টান,
আমি মলে বাছাদের কি হবে রে দশা



না গো না সকলি স'ব,
এই স'য়ে বেঁচে র'ব,
শুকাব এ অশ্রুজল ওদেরি হাসিতে;
তোমার চরণে হরি!
এই নিবেদন করি,
নিতি যেন পাই কিছু চাঁদ মুখে দিতে।

ভিখারিণী মেয়ে।

১

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায়;
কে ও গায় পথে বসি এমন সময়?—
না না না, আমারি ভুল, গান ও তো নয়;
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে!

২

কত দুখে আহা রে! না জানি,
শুকায়েছে সোণা মুখখানি!
ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কত দিন তেল বুঝি পড়েনি মাথায়!
অই শুন! বড় বেদনায়
নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায়!

৩

"এ জগতে কেউ মোর নাই,
আমি আজি ভিখারিণী তাই ;
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি 'ভিক্ষা দাও' ব'লে,
ঘর নাই, রেতে তাই থাকি তরু-তলে ;
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল !

৪

ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
অভাগিনী নীরবে তাকায় ;
'পাছে রাগ করে' ভেবে কথা বলি নাই ;
তারা কেউ নহে মোর বোন কিবা ভাই ;
তাই তারা আমারে ডাকে না,
মোর পানে চেয়েও দেখে না !

৫

এ জগতে কে আছে আমার,
আমারে বলিবে 'আপনার' ;
আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শুনে ?
আমারে জগতে কিগো ! কেউ নাহি চিনে ?
এ দেশে তো এত আছে লোক,
মোর তরে কেবা করে শোক ?

৬

হায় বিধি! আমার কপালে,
মরণ আছে কি কোনো কালে?
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা'ও গেছে চলে,
একা আমি পড়ে আছি, এত সব বলে!
ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে,
অভাগারে যমে ভয় করে।

৭

তিন দিন ভাত নাই পেটে,
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে;
আকাশে উঠিছে মেঘ উড়িছে পরাণ,
যদি আসে ঝড় জল কোথা পাব স্থান?
এইমাত্র ভিক্ষা দাও হরি!
আজ যেন একেবারে মরি!

দারুণ দুখের জ্বালা সয়ে;
বেঁচে আছি আধমরা হয়ে;
এখন বাসনা শুধু, জনম মতন—
মরণের কোল পাই করিতে শয়ন;
এ জগতে কেউ যার নাই,
মরণ! তুমিই তার ভাই!"

৯

কচি মুখে এ বিষাদ-গান,
শুনে কার কাঁদে না পরাণ ?
আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই,
দুখিনীর আঁখি-জল যতনে মুছাই ;
আমাদের মানুষের প্রাণ,
কেন হবে নিরেট পাষাণ ?

১০

চল ! তোরা ওর হাত ধরে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে ;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই ;
তা হলে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হলে বা পুলকে হাসিবে !

মলয়-বাতাস।

১

এ মধুর হাসিরাশি ঢেলে,
আজ ভাই ! কোথা থেকে এলে ?
এসেছ ত বোস ভাই !
কুশল জানিতে চাই,
ফুলের সৌরভ আজ কতখানি পেলে ?

উছলি তটিনী-প্রাণ,
গাহিয়া অমিয় গান,
কতগুলা তাপিতের পরাণ জুড়ালে ?

২

এত দিন ছিলে কোন্ দেশ,
কও তাই জানি সবিশেষ ;
প্রকৃতি তোমারি তরে,
বেঁচে ছিল ম'রে ম'রে,
জগতে ছিল না কিছু আরামের লেশ ;
তুমিই ছিলে না তাই,
সব ভস্ম সব ছাই,
স্নেহের ভবন যেন বড়ই বিদেশ।

৩

নিতি নিতি কলকণ্ঠে পাখী,
তোমারে করিত ডাকাডাকি ;
রবিটী সকাল বেলা,
খেলিত না ছেলেখেলা,
চাঁদেরো সোণার মুখে দুখ মাখামাখি ;
ফুলেরা হাসিয়া হেন,
খসিয়া পড়েনি যেন,
তুমি না আসিলে আমি "একা একা" থাকি

আজ ভাই! কও সমুদয়,
তুমি বুঝি এ ভবের নয়?
সরল কোমল প্রাণ,
নাহি ভান নাহি মান;
উদার হৃদয়খানি স্নেহের নিলয়;
শারদ-পূর্ণিমা-রাকা,
মধুর জ্যোছনা-মাখা,
ডুবানো পরার্থে মরি! মাখানো বিনয়।

৫

জগতে তো "আপনার পর"—
ভরা আছে সবারি অন্তর;
সুখ শান্তি ধন মান,
সবাই নিজস্ব চান,
শুনিয়া পরের সুখ গায়ে আসে জ্বর;
সবাই আপনা বোঝে,
সবাই সে স্বার্থ খোঁজে,
পরার্থের অর্থ নাই সংসার-ভিতর।

৬

তুমি দেখি পরেরে ভাবিয়া
দিনরাত বেড়াও খাটিয়া;

ফুলের সুবাস বও
চাঁদের জোছনা লও,
নদীর হৃদয় দাও সুখে মাতাইয়া ;
ব্যথিত মানব-গা'য়
সুধা হয়ে পড় হায় !
কেন ভাই ! এত স'ও পরের লাগিয়া ?

৭

একটুকু নাই আত্ম-জ্ঞান,
পরে পরে ভরা ও পরাণ !
ছোট, বড়, ধনী, দীন,
কিছু নয় তব ভিন,
কমল, শেহালা যেন দুটীই সমান ;
কোথাকার সরলতা,
কোথাকার মধুরতা,
এমন উদার ভাই ! কোথাকার প্রাণ ?

জগতে মানুষ আছে যারা,
"ছোট বড়" বেছে লয় তারা ;
দশের চোখের 'পরে
দয়া বিতরণ করে,
দয়ার দুয়ারে জাগে "সুযশ" পাহারা ;

তোমার মতন কেহ
নীরবে না দেয় স্নেহ,
কাঙালে ঢালে না কেহ অমৃতের ধারা !

৯

তুমি দেব,—তুমিই দেবতা,
বুক-ভরা করুণা মমতা !
আমি জানি দেবতারা—
ভালবেসে আত্মহারা,
দেবতা জানে না কভু "বাণিজ্য" বারতা ;
অনাথ দীনের দুখে
শত অশ্রু ঝরে মুখে,
দেবতার বুকময় শুধু কোমলতা।
পুণ্যপূর্ণ শান্তিময়,
ধেয়ানে পাতক ক্ষয়,
দীন হীনে ক'ন কত আদরের কথা ;
শত রবি শশী হায় !
যে আলোকে নিভে যায়,
চিনি আমি দেব-জ্যোতি দেব-অমরতা।

১০

তাই ডাকি, দাঁড়াও দাঁড়াও,
মোর শিরে পদ-ধূলি দাও !

একটু নয়ন ভরি,
পরাণ সফল করি,
পাপীর মরমে আজ স্বরগ জাগাও!
তোমার স্বর্গীয় নীতি,
পর-সেবা, বিশ্ব-প্রীতি,
আমারে করুণা করি একটু শিখাও!
আমি ভাই! বেঁচে মরা,
ষোল আনা স্বার্থ-ভরা,
অধমতারণ তুমি, কেন ফেলে যাও?
পরশ-পরশে হায়!
লোহা সোণা হ'য়ে যায়,
তুমিও আমার কাণে দেব-গীতি গাও—
তুমিও আমার শিরে পদ-ধূলি দাও।

ভ্রমর। *

১

হা'য় অভাগী ভ্রমর!
বঙ্গের সরলা বধূ,
পরাণে পূরিত মধু,
কে দিল গরল মেখে মরম-ভিতর?

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর 'ভ্রমর' দৃষ্টে লিখিত।

দেবতা পুরুষজাতি,
সে কেন বিশ্বাসঘাতী ?
'সে অবলা নাশে নাহি ভয় ডর ?
মুখ চেয়েছিলি অভাগী ভ্রমর !

২

হায় অভাগী ভ্রমর !
যার পানে চেয়ে চেয়ে
অবোধ অভাগী মেয়ে !
ভুলেছিলি এ অবনী অপূর্ণ নশ্বর,
মন্দার-সৌরভরাশি
প্রাণে উছলিত ভাসি,
সে অমৃত মৃত্যু-মাখা—বিষাক্ত আদর,
কারে দিয়েছিলি প্রাণ অভাগী ভ্রমর !

৩

হায় অভাগী ভ্রমর !
অনন্ত বিশ্বাস আশা,
সীমাশূন্য ভালবাসা
যে পতি-চরণে সতী ঢালে নিরন্তর,
সেই কিনা "কালো" বলে,
চলে যায় পায় দলে,
সে খোঁজে—"কাহার রূপে আলো করে ঘর",
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভ্রমর !

৪

হায় অভাগী ভ্রমর !
সাবাস পুরুষ-প্রাণ,
এ উপেক্ষা অপমান
দিতে কি একটুখানি হ'ল না কাতর ?
ও কালো-বুকের তলে
স্বর্গ-মন্দাকিনী চলে,
বুঝিল না একবারো নিঠুর বর্ব্বর !
এই কি সংসার-সুখ অভাগী ভ্রমর !

৫

হায় অভাগী ভ্রমর !
তুচ্ছ হীরা তুচ্ছ হেম,
নারীর উপাস্য প্রেম,
জানে না অবোধ হীন নীচাশয় নর ;
সেই প্রেমে অপমান
সহে কি রমণী-প্রাণ ?
শত বজ্রাঘাত সে যে প্রাণের উপর !
কেমনে, কেমনে তবে বাঁচিবি ভ্রমর !

৬

হায় অভাগী ভ্রমর !
নয়নে বহিল ধারা !
ভূতলে সম্বিত-হারা—
পড়িলি, বিঁধিয়া বুকে কালান্তক শর ;

সে মহামরণ-তীরে
সে তো দেখিল না ফিরে,
দিল না জন্মের শোধ একটু আদর!
তখনি ম'লিনে কেন অভাগী ভ্রমর!

৭

হায় অভাগী ভ্রমর!
তবু কি তাহার আশে
আবার থাকিবি বাসে,
জ্বালায়ে জ্বলন্ত চিতা বুকের উপর?
স'য়ে কি এ বিষবাণ
র'বে তোর দেহে প্রাণ?
এত কি অসাড় হবে রমণী-অন্তর?
নারী-কুলে হেন কালী দিস্‌নে ভ্রমর!

৮

হায় অভাগী ভ্রমর!
উজল তড়িত বুকে,
অশনি রয়েছে রুখে,
কলঙ্ক মেখেছে গা'য় রাঙা শশধর;
দেবত্বে লেগেছে কালি,
কি দারুণ গালাগালি!
সরমে সরে না বাণী, বুকে লাগে ডর,
পতিত্ব পশুত্ব-ভরা, ছি-ছি-ছি ভ্রমর!!

৯

হায় অভাগী ভ্রমর!
মরেছে যাহার নাম—
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-ধাম,
পরশি যে পদধূলি পূত কলেবর—
সেই পতি "অপবিত্র"—
উহু কি ভীষণ চিত্র!
কোথায় লুকাবি আত্মা—কোথা পাবি ঘর?
জীবনের মহামরু এই তো ভ্রমর!

১০

হায় অভাগী ভ্রমর
"প্রিয় পতি দোষী কিনা"
পরেরে তা সুধাবি না,
আপনি মরিবি পুড়ে আগুন-ভিতর;
ওই ছিন্নমস্তা-বেশ!
বেশ্, লক্ষ্মি! বেশ্, বেশ্!
আপনি আপন হাতে যাবি যম ঘর!
কোন্ ছার ধন প্রাণ!
বড় আদরের মান,
পতির সম্মান ধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ সুন্দর;
সে যদি কলঙ্কী হবে,
দশে অপযশ ক'বে,
বিধাতা জানিবে তারে পাষণ্ড পামর;

সে হিংসা, সে শোকানলে
এ ব্রহ্মাণ্ড পোড়ে জ্বলে,
কি সাধ্য পুষিবে নারী বুকের ভিতর ?
তাই বলি বিষ খাও,
বিষ খেয়ে ম'রে যাও,
নীলিমে উড়িয়া জ্বালা যুড়া'গে ভ্রমর !
তোরি গীতি গেয়ে কবি হইবে অমর।

নীরবে।

১

নীরবে এসেছি সখি !
নীরবে যাইব ভাল,
আমারে যা দিবে, সবি
নীরবে নীরবে ঢাল।

২

নীরবে চলিবে নদী,
নীরবে মলয়া ব'বে,
মোর সাথে খেলাঘরে
নীরবে খেলিতে হবে।

৩

নীরবে হাসিবে শশী
    কালো মেঘে লুকি' লুকি',
আমার তরুণ রবি
    নীরবেই দিবে উঁকি।

আমার চামেলি বেলি
    নীরবে জাগিয়া র'বে,
আমারে পাপিয়া শ্যামা
    নীরবে দুকথা ক'বে।

নীরবে ঢালিবে ধারা
    বরষায় কাদম্বিনী,
নীরবে আমার বীণে
    উঠিবে খাম্বাজ-ধ্বনি।

৬

নীরবে ফুটাব সাধ,
    নীরবে শুকা'ব আশা,
নীরবে কবিতা মম
    গাহিবে প্রাণের ভাষা।

৭

নীরবে সাঁজের তারা
মোর পানে চেয়ে র'বে,
আদর সম্ভাষ সবি
নীরবে নীরবে হবে।

শরত বসন্ত মম
নীরবে আসিবে পাশে,
সে শুধু নীরবে র'বে
আমারে যে ভালবাসে।

নীরবে গঙ্গার বুকে
মিশাব এ অশ্রুধারা,
নীরবে দেখিব চেয়ে
নীরবে মিলিছে তারা।

১০

নীরবে প্রভাত মম
নীরবে সাঁজের বেলা,
আমি তো এসেছি শুধু
খেলিতে নীরব-খেলা।

১১

জীবনের যত—সবি
নীরবে নীরবে হবে,
মরণেরো গায়ে মোর
নীরবতা মাখা র'বে।

১২

নীরব নিঝুম সেই—
শ্যাম শ্মশানের পাশে,
নীরব সাধনা নিতি
সাধিব তাহারি আশে।

১৩

নীরবে সে দিবে দেখা,
নীরবে ডাকিয়া নিব,
প্রাণখানি তার হাতে
নীরবে নীরবে দিব।

১৪

নীরবে মুদিব আঁখি
সে মুখে হেরিয়া হাসি,
নীরবে জনম, সখি!
নীরবতা ভালবাসি।

আসিব কি ফিরে ?

স্থাবর জঙ্গম বুকে
অনন্তে মিশিতে সুখে
বসুমতী ধায়,
কত সুখ কত শান্তি
কত দুখ কত ক্লান্তি
তা'র সাথে যায় !
অলক্ষিত আকর্ষণে
প্রতি মুহূর্ত্তের সনে
কত কি ফুরায় !
প্রভাতে তরুণ রবি
ডগমগ লাল ছবি
প্রদোষে মিলায় ।
ফুল-বালা ফুটি ফুটি
কচি মাথা পড়ে লুটি,
সহসা ভূতলে,
ছয় ঋতু পা'য় পা'য়
আসে আর চলে যায়
এক বেগ-বলে !